যুগান্তর

তারিখ ...3-1-JAN 2009 —
পৃষ্ঠা ·7· ·কলাম·· 2···

বদলে যাচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা

নয়া শিক্ষানীতি চালু হচ্ছে

- প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত
- দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক এরপরই উচ্চশিক্ষা
- শিক্ষা কর প্রবর্তন
- বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি বৃদ্ধি

মুসতাক আহমদ

বদলে যাচ্ছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। পঞ্চম নয়, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হবে প্রাথমিক শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এরপর শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করবে উচ্চ শিক্ষায়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা বলতে কোন স্তর থাকবে না। শিক্ষার স্তর এবং পদ্ধতিতে পরিবর্তনের এই ঢেউ কেবল সাধারণ শিক্ষাই নয়, মাদ্রাসা শিক্ষায়ও লাগবে। ইবতেদায়ি হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, যা সাধারণ শিক্ষার সমমানের প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে দাখিল শিক্ষা ৫ বছরের পরিবর্তে হবে ২ বছর মেয়াদি। কিন্তু সাধারণ শিক্ষায় এইচএসসি না থাকলেও মাদ্রাসায় সমমানের আলিম স্তর থাকবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাটি হবে বাধ্যতামূলক। এরপর কেউ কারিগরি বা বৃত্তিমূলক যাচ্ছে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

যাচ্ছে : বদলে

(১ম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষায় যেতে চাইলে পারবে, তবে তা হবে সাড়ে ৩ বছর মেয়াদি।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে প্রণীত অধ্যাপক. শামসুল হক শিক্ষা কমিশনে রয়েছে ওইসব সুপারিশ। এতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে বিত্তশালীদের কাছ থেকে 'শিক্ষা কর' আদায়, জাতীয় আয়ের ৭ ভাগ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ, অধিক মূলধন জমাকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থ নিয়ে শিক্ষা ব্যাংক গঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউশন ফি বৃদ্ধির প্রস্তাবও রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী একাধিকবার জানিয়েছেন, ড. শামসুল হক শিক্ষা কমিশন এবং ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে তারা কয়েক মাসের মধ্যে একটি শিক্ষানীতি চালু করতে যাচ্ছেন। তিনি জানান, ওই দুটি কমিশনের রিপোর্ট প্রায় একই। তবে যে শিক্ষানীতিটি চালু করা হবে, তাতে দুটির সমন্বয় ছাড়াও যুগোপযোগিতা এবং আধুনিকতার ছোঁয়া থাকবে।

ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধন করেন। এ শিক্ষা কমিশনের ব্যাপারে যদিও একশ্রেণীর শিক্ষাবিদ ও আদর্শিক ব্যক্তিবর্গের আপত্তি রয়েছে, তবে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও ধারা এবং বিশেষায়িত বিভাগগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে রয়েছে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে, জন্মের কয়েক মাস পর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা। এই স্তরের শিক্ষাকে কার্যকর করতে শিশু ভবন ও শিশু উদ্যান এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, যা পর্যায়ক্রমে অবৈতনিক হবে। এই শিক্ষা হবে বিজ্ঞানসম্মত, একই মৌলিক পাঠ্যসূচিভিত্তিক এক এবং অভিন্ন ধরনের। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে চার বছরমেয়াদি নবম থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোতে ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন না করে নবম-দশম শ্রেণী খুলতে হবে।

বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের মধ্যে কারিগরি শিল্পভিত্তিক, কৃষিভিত্তিক, ললিতকলাভিত্তিক, ব্যবসা ও বাণিজ্যভিত্তিক, চিকিৎসাভিত্তিক ও প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয় থাকবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ি বা প্রাথমিক শিক্ষা ৪ বছর, দাখিল ৬ বছর, আলিম ২ বছর, ফাজিল ২ বছর এবং কামিল ২ বছর। হিন্দু ও বৌদ্ধ টোল ব্যবস্থায় টোলগুলোর আদ্য কোর্স সপ্তম শ্রেণী থেকে শুরু না করে নবম শ্রেণী থেকে শুরু করতে হবে এবং তার মেয়াদ হবে তিন বছর। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে সাধারণ, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, কৃষি, চিকিৎসা, ললিতকলা ইত্যাদি আলাদাভাবে সুপারিশে স্থান পেয়েছে।

শামসুল হক শিক্ষা কমিশন

এই কমিশন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টই অনুসরণ করেছে। তাদের সুপারিশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ২০১০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা, প্রাথমিক স্তরের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠানের এক ও অভি[redacted] শিক্ষাক্রম চালুকরণ, শিক্ষার বিষয় হবে মাতৃভাষা, ৩য় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:৩৫, ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন, ৩য় থেকে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা, ৫ম ও ৮ম শ্রেণী শেষে বৃত্তি পরীক্ষা।

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে এই কমিশন বলেছে, চার বছরের (নবম-দ্বাদশ) মাধ্যমিক স্তর। সাধারণ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ধারায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ, এ স্তরের অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করবে এনসিটিবি। মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করবে যথাক্রমে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে নবম ও দশম শ্রেণী সংযোজন, শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা, প্রাইভেট টিউশনি ও কোচিং সেন্টার বন্ধের ব্যবস্থাকরণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪০, দশম শ্রেণীর পর বহিঃপরীক্ষা- যার নাম মাধ্যমিক ১ম পর্ব, দ্বাদশ শ্রেণীর পর বহিঃপরীক্ষা- যার নাম মাধ্যমিক ২য় পর্ব, ১ম ও ২য় পর্ব পরীক্ষায় অন্তঃপরীক্ষার ফল যুক্ত হবে। ১ম ও ২য় পর্বের ফলাফল যোগ করে মাধ্যমিক স্তরের চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে গ্রেডিং পদ্ধতিতে, অস্তিত্বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সরকারের অনুমতি ছাড়া ও এবং এ লেবেল চালু করা যাবে না। ক্যাডেট কলেজের ব্যয় হবে সামরিক খাত থেকে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুপারিশ হচ্ছে, জাতীয় দক্ষতা মান ৩, ২ ও ১ পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষাক্রম (মাদ্রাসাসহ) পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক করতে হবে। ডিপ্লোমা স্তরের সব শিক্ষার মেয়াদ ৩ বছর ছয় মাস প্রাতিষ্ঠানিক এবং ৬ মাস শিল্প-কারখানায় সংযুক্তি করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে বলা হয়েছে, ইবতেদায়ি ৮ বছর, দাখিল ২ বছর, আলিম ২ বছর, ফাজিল ৩/৪ বছর ও কামিল ২/১ করতে হবে। সাধারণ শিক্ষায় মূল্যায়নের অনুসৃত রীতি মাদ্রাসা শিক্ষায়ও প্রযোজ্য হবে।

কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের মতোই এ কমিশন উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষায়িত শাখাকে পৃথকভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। রয়েছে সময়োপযোগিতার ছাপ। এতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার যেসব প্রস্তাব ছিল তা সবই বিগত আমলে বাস্তবায়ন হয়েছে। এর মধ্যে ৪ বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স এবং এক বছরের মাস্টার্স কোর্স, ৩ বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স ইত্যাদি রয়েছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষার মান সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমান হতে হবে। টেক্সটাইল কলেজ ও লেদার টেকনোলজি কলেজকে শক্তিশালী করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুমোদিত ও প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ইত্যাদির নেতৃত্ব দেবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষকদের কর্মপরিকৃতীর মূল্যায়ন প্রথা চালু করতে হবে। দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা অনুযায়ী প্রকৌশলী সরবরাহের জন্য প্রকৌশল বিদ্যাতে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা। বুয়েটে গবেষণা ও স্নাতকোত্তর কোর্সে অধিকতর নজর দেয়া। বিআইটিগুলোতে পর্যায়ক্রমে স্নাতকোত্তর কোর্স জোরদার করা। মেডিকেল কলেজকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং সব কার্যক্রমের জন্য একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। নার্সিং কলেজে এমএসসি নার্সিং কোর্স খোলার উদ্যোগ নিতে হবে। নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে কোন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি প্রচলিত হোমিওপ্যাথি, ইউনানী ও আয়ুর্বেদি চিকিৎসা ব্যবস্থারও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম, হিন্দু ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের নৈতিকতা শিক্ষা ও আল্লাহ-রাসূলের প্রতি অটল বিশ্বাস ও চরিত্র গঠনের জন্য প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আইন শিক্ষা, কারবার (বিজনেস) শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা (প্রতিবন্ধীদের জন্য), সামরিক বিজ্ঞান শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল গাইড শিক্ষা সম্পর্কেও এ প্রতিবেদনে সুপারিশ রয়েছে।